সত্য কী? - নম্বর দুই

এই গ্রন্থের ভাববাণীর বাণীসমূহ মোহর করিও না

Jeff Pippenger
2023-09-05

প্রমাণিত হয়েছে যে ১১ আগস্ট, ১৮৪০ থেকে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ পর্যন্তের ইতিহাসটি সেই ইতিহাস, যা সাত বজ্রধ্বনি দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে এবং যা করুণাকালের সমাপ্তির ঠিক পূর্ব পর্যন্ত মোহরবদ্ধ রাখা হয়েছিল। এই প্রবন্ধে আমি সাত বজ্রধ্বনির প্রতীকতত্ত্ব সম্পর্কে আমরা যে বিষয়গুলো চিহ্নিত করেছি, তার কিছু পর্যালোচনা দিয়ে শুরু করব। এই সত্যগুলো উপস্থাপনে আমরা ইতিহাসের পর ইতিহাসের ধারাবাহিকতা ব্যবহার করেছি। ১১ আগস্ট, ১৮৪০ থেকে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-সহ ওই সময়সীমায় চারটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পথচিহ্ন রয়েছে: প্রথম স্বর্গদূতের বার্তার শক্তিবৃদ্ধি, প্রথম হতাশা, মধ্যরাত্রির আহ্বান এবং মহা হতাশা।

১১ আগস্ট, ১৮৪০-এর পূর্বরূপ ছিল জ্বলন্ত ঝোপে মোশির অভিজ্ঞতা। ১৮৪৪ সালের বসন্তকালের প্রথম নিরাশার পূর্বরূপ ছিল মোশির স্ত্রী সিপ্পোরা, যখন তিনি শোক ও ভয়ে তাদের পুত্রকে খৎনা করেছিলেন। ১২–১৭ আগস্ট এক্সিটার শিবির সভায় যে মধ্যরাতের আহ্বান শুরু হয়েছিল, তার পূর্বরূপ ছিল মোশির মিশরে আগমন এবং মিশরের জ্যেষ্ঠ সন্তানদের মৃত্যুর বিষয়ে তাঁর প্রাথমিক সতর্কবার্তা। ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবরের মহা নিরাশার পূর্বরূপ ছিল লোহিত সাগরের তীরে ইব্রীয়দের অভিজ্ঞতা।

রাজা দাউদের সময়ে ফিলিস্তীয়রা ঈশ্বরের সিন্দুক ফিরিয়ে দিয়েছিল—এই ঘটনাটির দ্বারা ১১ আগস্ট, ১৮৪০-কে প্রতীকায়িত করা হয়েছিল। ১৮৪৪ সালের বসন্তের প্রথম হতাশা উজ্জা ঈশ্বরের সিন্দুক স্পর্শ করার ঘটনার দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছিল। ১২–১৭ আগস্ট এক্সেটার ক্যাম্প মিটিংয়ে শুরু হওয়া মধ্যরাতের আহ্বানটি দাউদ ঈশ্বরের সিন্দুক যিরূশালেমে আনার ঘটনার দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছিল। ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এর মহা হতাশা দাউদের স্ত্রী মীকল দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছিল, কারণ তিনি সিন্দুকসহ যিরূশালেমে প্রবেশ করার জন্য দাউদকে অবজ্ঞা করেছিলেন।

১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট খ্রিস্টের বাপ্তিস্ম দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছিল। ১৮৪৪ সালের বসন্তের প্রথম হতাশা লাজারুসের মৃত্যুর ফলে সৃষ্ট হতাশা দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছিল। ১২ থেকে ১৭ আগস্ট এক্সেটার ক্যাম্প সভায় যে মধ্যরাত্রির আহ্বান শুরু হয়েছিল, তা খ্রিস্টের জেরুজালেমে বিজয়ী প্রবেশ দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছিল। ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবরের মহা হতাশা ক্রুশের হতাশা দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছিল।

আমরা উল্লেখ করেছি যে এই চারটি মাইলফলক প্রত্যেকে সংস্কার আন্দোলনের সম্পূর্ণ কাঠামোর কেবল একটি আংশিক খণ্ডকেই প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা এই চারটি মাইলফলককে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ শুরু হওয়া ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে চিহ্নিত করেছি। চারটি ধারার প্রতিটির একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য হলো, প্রতিটি ধারায় থাকা মাইলফলকগুলো একই বিষয়বস্তু বহন করে।

মোশির ক্ষেত্রে, চারটি মাইলফলকই আব্রাহামের ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূরণে নির্বাচিত এক জাতির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ঈশ্বরের কাজকে নির্দেশ করত। রাজা দাউদের

সংস্কারের রেখায় চারটি মাইলফলকই ঈশ্বরের সিন্দুকের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। খ্রিস্টের ধারায় চারটি মাইলফলকই মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল।

১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট ছিল দিন-বর্ষ নীতির একটি নিশ্চিতকরণ। ১৮৪৪ সালের বসন্তে প্রথম হতাশা ঘটেছিল দিন-বর্ষ নীতির একটি ব্যর্থ প্রয়োগের কারণে। স্যামুয়েল স্নোর 'মধ্যরাত্রির আহ্বান' বার্তাটি ছিল দিন-বর্ষ নীতির সেই ব্যর্থ প্রয়োগের সংশোধন ও পরিপূর্ণতা। সংশোধিত বার্তাটি দিন-বর্ষ নীতির ওপর ভিত্তি করে ছিল এবং ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর পূরণ হয়েছিল। সব চারটি পথচিহ্নই দিন-বর্ষ নীতিটিকেই নির্দেশ করছে।

সিস্টার হোয়াইট আমাদের জানান যে সাতটি বজ্রধ্বনি প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার সময় সংঘটিত ঘটনাগুলোকে প্রতিনিধিত্ব করে; কিন্তু তিনি শেখান যে সাতটি বজ্রধ্বনি এছাড়াও "তাদের ক্রমানুসারে প্রকাশিত হবে এমন ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী"কে প্রতিনিধিত্ব করে। সাতটি বজ্রধ্বনি চারটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঘটনাকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ শুরু হয়েছিল এবং ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ সমাপ্ত হয়েছিল, এবং সেই চারটি মাইলফলক আমাদের ইতিহাসে একই ক্রমে পুনরাবৃত্ত হবে।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট দ্বারা পূর্বচিত্রিত হয়েছিল এবং এই দুটি তারিখই ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কিত; ফলে অ্যাডভেন্টিজমের সূচনা ও সমাপ্তিকে একসূত্রে গাঁথে। ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট এবং ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর—উভয়ই তাদের নিজ নিজ ইতিহাসের প্রধান ভাববাণীমূলক নিয়মের একটি নিশ্চিতকরণ ছিল।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত বাক্যের অষ্টাদশ অধ্যায়ের স্বর্গদূত অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এবং ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট প্রকাশিত বাক্যের দশম অধ্যায়ের স্বর্গদূত অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ফিউচার ফর আমেরিকা-এর প্রথম হতাশা ছিল ২০২০ সালের ১৮ জুলাই ইসলাম সম্পর্কে একটি ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী। যে বার্তাটি উন্মোচিত হয়েছে, যেমন ১৮৪৪ সালের গ্রীষ্মে এক্সেটারে 'মধ্যরাত্রির আহ্বান' উন্মোচিত হয়েছিল, তা পূর্বে দেওয়া ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীর একটি সংশোধন। মিলারাইটদের ক্ষেত্রে এই সংশোধনটি ছিল 'এক দিন এক বছরের নীতি'-এর পূর্বে ব্যর্থ প্রয়োগের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা ১৮৪৩ সালকে প্রভুর প্রত্যাবর্তনের সময় হিসেবে নির্ধারণ করেছিল। আজ, মিলারাইটদের 'মধ্যরাত্রির আহ্বান' বার্তায় যে সংশোধন প্রতিফলিত হয়েছে, সেটি অবশ্যই ইসলামের প্রতিনিধিত্বকারী একটি পথচিহ্ন হতে হবে, যেমন পূর্বের দুইটি পথচিহ্ন ছিল। স্যামুয়েল স্নোর কাজ দ্বারা প্রতীকায়িত সেই সংশোধনের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববর্তী ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীকে উপেক্ষা করা নয়, বরং সেই পূর্বে ব্যর্থ হওয়া ভবিষ্যদ্বাণীকে সূক্ষ্মভাবে সামঞ্জস্য করা।

> "হতাশ ব্যক্তিরা শাস্ত্র থেকে দেখল যে তারা প্রতীক্ষার কালে ছিল, এবং তাদের ধৈর্যসহকারে দর্শনের পরিপূর্তির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। যে একই প্রমাণ তাদের ১৮৪৩ সালে তাদের প্রভুকে খুঁজতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, সেই একই প্রমাণ তাদের ১৮৪৪ সালে তাঁর প্রত্যাশা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।" Early Writings, 247.

আজ যে বার্তাটি এক্সেটার ক্যাম্প মিটিং থেকে আসা বার্তার দ্বারা প্রতীকায়িত, সেটি হবে পূর্বে ব্যর্থ হওয়া ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা। মিললারাইট ইতিহাসের মহা হতাশা নির্দেশ করে যে সানডে আইনের সময় একটি বড় হতাশা ঘটে, কিন্তু তা হবে ইসলামের বিষয়ে এক ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে। স্যামুয়েল স্নোর বার্তাটি ছিল সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণের বার্তা। তা ছিল সঠিক তারিখ, কিন্তু ভুল ঘটনা। আজ স্নোর বার্তার দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা বার্তাটি হবে ইসলামের একটি বার্তা, যা ১৮ জুলাই, ২০২০-এর প্রথম হতাশায় যা ব্যর্থ

হয়েছিল, সেই বার্তার পরিপূর্ণতা হবে।

এখন আর কোনো সময় বা তারিখের বিষয় নেই, কারণ ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর থেকে সময় নির্ধারণ আর ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বার্তার অংশ হওয়ার কথা নয়।

> "প্রভু আমাকে দেখিয়েছেন যে তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তাটি অবশ্যই যেতে হবে, এবং প্রভুর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সন্তানদের কাছে প্রচারিত হতে হবে, এবং এটি সময়-নির্ধারণের ওপর নির্ভরশীল করা উচিত নয়; কারণ সময় আর কখনোই পরীক্ষা হবে না। আমি দেখেছিলাম যে কেউ কেউ সময়-নির্ধারণ প্রচার থেকে উদ্ভূত ভ্রান্ত উত্তেজনায় পড়ছে; যে তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা সময়ের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। আমি দেখলাম যে এই বার্তাটি নিজস্ব ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারে, এবং একে শক্তিশালী করতে সময়ের প্রয়োজন নেই, এবং এটি মহাশক্তিতে অগ্রসর হবে, তার কাজ সম্পন্ন করবে, এবং ধার্মিকতায় সংক্ষিপ্ত করা হবে।" অভিজ্ঞতা ও দর্শন, ৪৮, ৪৯।

আমাদের ইতিহাসের চতুর্থ পথচিহ্ন অবশ্যই রবিবার আইন হতে হবে, কারণ সব সংস্কাররেখার পবিত্র ইতিহাসসমূহকে পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি একত্রে সংযোজন করে, এবং ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মার মাধ্যমে ঐ ইতিহাসগুলোর প্রেরণাপ্রাপ্ত ভাষ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে, আমাদের ইতিহাসে পরাক্রান্ত স্বর্গদূতের অবতরণের পর চতুর্থ পথচিহ্ন যে রবিবার আইন—তা নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন হয়। সাতটি বজ্রধ্বনির ইতিহাসে, যা ‘তাদের ক্রমে প্রকাশিত হবে এমন ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি’, সেখানে চতুর্থ পথচিহ্ন ইসলামের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে হবে, এই ভিত্তিতে যে প্রত্যেক সংস্কার-আন্দোলনে একই চারটি পথচিহ্নে একই বিষয় সর্বদাই বিদ্যমান থাকে।

রবিবারের আইন সংক্রান্ত ভাববাণীমূলক ঘটনাগুলিতে ইসলাম দ্বিতীয় একটি কারণেও অংশ হবে। যিহূদা গোত্রের সিংহ যীশু এই চারটি ঘটনার ইতিহাসকে বিশেষভাবে গ্রহণ করে তাদেরকে স্বতন্ত্র এক প্রতীক হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। সেই প্রতীকটি হলো সাতটি বজ্রধ্বনি। প্রতিটি সংস্কার আন্দোলনে আরও অন্যান্য মাইলফলক থাকে, যা যিহূদা গোত্রের সিংহ যে চারটি মাইলফলককে সাতটি বজ্রধ্বনি হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন, তাদের আগে এবং পরেও বিদ্যমান। স্বতন্ত্র প্রতীক হিসেবে, এই চারটি মাইলফলক নিয়ে গঠিত প্রতীকী ইতিহাসের প্রথম মাইলফলকটি ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ ইসলামের দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আক্রমণকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। আলফা ও ওমেগা যে শেষকে শুরুর সঙ্গে অভিন্ন করেন—এই সত্যটি রবিবারের আইন-পর্বে ইসলামের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করে, কারণ ঐ চারটি মাইলফলকের প্রথমটি ছিল ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ ইসলামের আক্রমণ; অতএব চতুর্থ ও শেষ মাইলফলকটিও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইসলামের একটি আক্রমণই হতে হবে।

খুবই সম্ভব যে রবিবারের আইনটি নিউ ইয়র্ক সিটির ওপর ইসলামের আরেকটি আক্রমণ, এবং এতে শুরু দ্বারা চিহ্নিত সমাপ্তির উত্তর মিলবে, তবে অন্ততপক্ষে এটি হবে ইসলামের পক্ষ থেকে একটি আক্রমণ, যেমন ১৮ জুলাই, ২০২০-এর পূর্বাভাস ছিল।

আমরা আরও উল্লেখ করেছি যে আলফা ও ওমেগা ঐ চারটি ইতিহাসের ভেতরে একটি ইতিহাস লুকিয়ে রেখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সেই গোপন অন্তর্নিহিত ইতিহাসটি একটি প্রধান প্রকাশ, যা এখন "প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের ভবিষ্যদ্বাণীর বাণীগুলো সীলবদ্ধ করো না"—এই আদেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উন্মোচিত করা হচ্ছে। সেই গোপন অন্তর্নিহিত ইতিহাসটিকে চেনা যায় যখন আমরা দেখি যে সাতটি বজ্রধ্বনি দ্বারা

প্রতিনিধিত্বকৃত চারটি মাইলফলকের মধ্যে এমন একটি সময়পর্ব রয়েছে, যা একটি হতাশা দিয়ে শুরু হয় এবং একটি হতাশায়ই শেষ হয়। মিলারাইট ইতিহাসে দ্বিতীয় স্বর্গদূতের আগমন থেকে তৃতীয়ের আগমন পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট ইতিহাস রয়েছে, যা নিজেই একটি প্রতীককে প্রতিনিধিত্ব করে। এটি এমন এক স্বর্গদূতের বার্তার মাধ্যমে শুরু হয়, যা ভক্ষণ করতে হবে; ফলে দশ কুমারীর উপমায় বিলম্বের সময়টিকে চিহ্নিত করে। এরপর এটি মধ্যরাতের আহ্বানকে শনাক্ত করে, যা-ও এমন একটি বার্তা যা ভক্ষণ করতে হবে, এবং তারপর এমন তৃতীয় বার্তার আগমনে নিয়ে যায়, যেটিও ভক্ষণ করতে হবে।

সাতটি বজ্রধ্বনির লেখার মধ্যে লুকানো অভ্যন্তরীণ রেখাটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে নিশ্চিত হয়, কেবল একটি হতাশাকে প্রতিনিধিত্বকারী সূচনা, একজন স্বর্গদূতের আগমন, এবং খেতে বলার একটি বার্তা—যা পরে মহা হতাশায় পুনরাবৃত্ত হয়—এর মাধ্যমে নয়; এটি "সত্য" দ্বারাও নিশ্চিত হয়।

পুরাতন নিয়মে "সত্য" হিসেবে অনূদিত হিব্রু শব্দ "'ĕmeṯ" অসাধারণ এক ভাষাবিদ হিব্রু বর্ণমালার প্রথম অক্ষর, এরপর ত্রয়োদশ অক্ষর, এবং শেষে বর্ণমালার শেষ অক্ষর ব্যবহার করে গঠন করেছিলেন। আমরা দেখিয়েছি যে ওই অক্ষরগুলো প্রথম উল্লেখের নিয়মের নীতিকে উপস্থাপন করে, যে নীতি শুরু থেকেই শেষকে চিহ্নিত করে। প্রথম অক্ষরটি হলো "আলফা"। মধ্যের অক্ষরটি হিব্রু বর্ণমালার ত্রয়োদশ অক্ষর এবং তা বিদ্রোহকে প্রতিনিধিত্ব করে। শেষ অক্ষরটি হলো সর্বশেষ, সমাপ্তি, "ওমেগা"। আমরা দেখিয়েছি যে এই তিনটি অক্ষর কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধারার দ্বারা নিশ্চিত চিরন্তন সুসমাচারের তিনটি ধাপকে উপস্থাপন করে।

ওই তিনটি অক্ষরের অর্থ তিন স্বর্গদূতের প্রতিটি বার্তার অর্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ওই তিনটি অক্ষরের অর্থ দানিয়েলের বারো অধ্যায়ের দশ পদে উল্লিখিত জ্ঞানী ও দুষ্টদের শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ার সাথেও মেলে, যেখানে তারা শুদ্ধ, শুচি এবং পরীক্ষিত হয়। “সত্য” শব্দটি গঠনের জন্য একত্রিত করা তিনটি হিব্রু অক্ষর আলফা ও ওমেগার স্বাক্ষর বহন করে, এবং প্রথম স্বর্গদূতের বার্তায় যেসব তিনটি ধাপকে তারা চিহ্নিত করে, সেটিকে চিরন্তন সুসমাচার বলা হয়। সেই অক্ষরগুলো দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা তিনটি ধাপ যোহন ষোল অধ্যায়ে উপস্থাপিত পবিত্র আত্মার কার্য্যেরও প্রতিনিধিত্ব করে।

> আর তিনি যখন আসবেন, তখন তিনি জগৎকে পাপ, ধার্মিকতা ও বিচার সম্বন্ধে দোষী সাব্যস্ত করবেন: পাপ সম্বন্ধে, কারণ তারা আমার প্রতি বিশ্বাস করে না; ধার্মিকতা সম্বন্ধে, কারণ আমি আমার পিতার কাছে যাচ্ছি, এবং তোমরা আমাকে আর দেখবে না; বিচার সম্বন্ধে, কারণ এই জগতের প্রধান বিচারিত হয়েছে। যোহন ১৬:৮-১১।

প্রথম হতাশাকে পাপরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে—যেমনটি মূসা, উজ্জা, মরিয়ম ও মার্থা, এবং মিলারাইটদের উদাহরণে দেখা যায়; কারণ যোহন ১৬ অধ্যায়ে পবিত্র আত্মার কাজকে ‘পাপ’ সম্পর্কে বোধ জাগানো হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে—কারণ ছিল, ‘তারা বিশ্বাস করে না’। আমরা যে প্রতীকগুলির কথা বললাম, প্রতিটিই প্রথম হতাশার প্রতিনিধিত্ব করে, এবং তাদের প্রত্যেকের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে তাদের কাছে পূর্বেই যা প্রকাশ করা হয়েছিল, তা বিশ্বাস না করার পাপ থেকেই সে হতাশা ঘটেছিল। প্রথম ধাপ হলো পাপবোধ। প্রথম ধাপ হলো হিব্রু বর্ণমালার প্রথম অক্ষর।

গুপ্ত ইতিহাসের দ্বিতীয় পথচিহ্ন হলো ধার্মিকতা; যেখানে ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশ পায় মধ্যরাতের আহ্বানের বার্তা বহনকারীদের ধার্মিকতায়। তারা অপেক্ষার সময়ের সমাপ্তিতে

ঈশ্বরের ধার্মিকতা প্রকাশ করে, কারণ যোহন ষোলো বলে, খ্রীষ্ট তাঁর পিতার কাছে গেলেন এবং তাঁরা আর খ্রীষ্টকে দেখলেন না। ধার্মিকতার প্রকাশের আগে খ্রীষ্ট অপেক্ষা করছিলেন। মিলার-অনুসারীদের ক্ষেত্রে, যখন খ্রীষ্ট তাঁর হাত সরালেন, তখন ভুলটি চিহ্নিত হলো। তারপর সংশোধিত বার্তার বিষয়বস্তু উপাসকদের দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করল। এক শ্রেণি ধার্মিকতা প্রকাশ করল, কারণ তাদের কাছে তেল ছিল; আর অন্য শ্রেণি ইব্রীয় বর্ণমালার ত্রয়োদশ অক্ষর দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত বিদ্রোহ প্রকাশ করল।

> সমগ্র পৃথিবীর প্রভুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অভিষিক্তেরা, একদা শয়তানকে আবরণকারী চেরুব হিসেবে যে পদটি দেওয়া হয়েছিল, সেই পদেই অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁর সিংহাসনকে পরিবেষ্টন করে থাকা পবিত্র সত্তাদের মাধ্যমে প্রভু পৃথিবীর অধিবাসীদের সঙ্গে অবিরাম যোগাযোগ রক্ষা করেন। সোনার তেলটি সেই অনুগ্রহের প্রতীক, যার দ্বারা ঈশ্বর বিশ্বাসীদের প্রদীপগুলিতে জোগান দিয়ে রাখেন, যাতে সেগুলো টিমটিমিয়ে নিভে না যায়। ঈশ্বরের আত্মার বার্তাগুলির মাধ্যমে যদি স্বর্গ থেকে এই পবিত্র তেল ঢালা না হতো, তবে অশুভ শক্তিগুলো মানুষের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করত।

> ঈশ্বর আমাদের কাছে যে বার্তাগুলি পাঠান, আমরা সেগুলি গ্রহণ না করলে ঈশ্বর অসম্মানিত হন। এইভাবে আমরা সেই সোনালি তেলকে প্রত্যাখ্যান করি, যা তিনি আমাদের আত্মায় ঢেলে অন্ধকারে থাকা লোকদের কাছে পৌঁছে দিতে চান। যখন আহ্বান আসবে, 'দেখ, বর আসছে; তাকে অভ্যর্থনা করতে বেরিয়ে যাও,' যারা পবিত্র তেল গ্রহণ করেনি, যারা তাদের হৃদয়ে খ্রিস্টের অনুগ্রহকে লালন করেনি, তারা মূর্খ কুমারীদের মতোই বুঝবে যে তারা তাদের প্রভুর সাক্ষাৎ নিতে প্রস্তুত নয়। তাদের নিজেদের মধ্যে তেল অর্জনের ক্ষমতা নেই, এবং তাদের জীবন বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু যদি আমরা ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে প্রার্থনা করি, যদি আমরা মোশির মতো মিনতি করি, 'তোমার মহিমা আমাকে দেখাও,' তবে ঈশ্বরের প্রেম আমাদের হৃদয়ে ঢেলে দেওয়া হবে। সোনার নলগুলির মাধ্যমে সেই সোনালি তেল আমাদের কাছে পৌঁছাবে। 'বল দ্বারা নয়, ক্ষমতা দ্বারা নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা,' বলেন সেনাবাহিনীর প্রভু। ধার্মিকতার সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ গ্রহণ করে, ঈশ্বরের সন্তানরা জগতে আলোর মতো দীপ্যমান হয়। রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ২০ জুলাই, ১৮৯৭।

খেয়াল করুন যে যারা মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা গ্রহণ করে, তারা হোরেবের গুহায় মূসার দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছে—যিনি ঈশ্বরের কাছে তাঁর মহিমা তাঁকে দেখানোর জন্য মিনতি করছিলেন। সেই দুই শ্রেণি মধ্যরাত্রির আহ্বানের আগে, প্রতীক্ষার সময়ে, তাদের চরিত্র চূড়ান্ত করে ফেলেছিল।

> আমরা এখন এক অতিশয় বিপদসংকুল সময়ে বাস করছি, এবং আমাদের মধ্যে একজনও যেন খ্রিস্টের আগমনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা না করে। কেউই যেন মূর্খ কুমারীদের উদাহরণ অনুসরণ না করে, এই ভেবে যে সেই সময়ে স্থিরভাবে দাঁড়াতে সক্ষম এমন চরিত্রের প্রস্তুতি অর্জনের আগে সংকট না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেও তা নিরাপদ হবে। অতিথিদের ভেতরে ডেকে পরীক্ষা করা হলে খ্রিস্টের ধার্মিকতা খুঁজতে যাওয়া তখন খুব দেরি হয়ে যাবে। এখনই সময় খ্রিস্টের ধার্মিকতা পরিধান করার—সেই বিবাহবস্ত্র, যা তোমাকে মেষশিশুর বিবাহ-ভোজে প্রবেশের উপযুক্ত করে তুলবে। দৃষ্টান্তে মূর্খ কুমারীদের তেলের জন্য ভিক্ষা করতে দেখা যায়, এবং অনুরোধ করেও তারা তা পেতে ব্যর্থ হয়। এটি তাদের প্রতীক, যারা সংকটের সময়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে সক্ষম এমন চরিত্র গড়ে তুলে নিজেদের প্রস্তুত করেনি। দ্য ইউথ্স ইনস্ট্রাক্টর, ১৬ জানুয়ারি, ১৮৯৬।

মধ্যরাত্রির ডাকের সময় এক দলের কাছে প্রয়োজনীয় তেল ছিল, আর অন্য দলের কাছে ছিল না। দ্বিতীয় ধাপটি হলো প্রতীক্ষার সময়ের শেষে ধার্মিকতা বা অধার্মিকতার প্রকাশ, কারণ বর তাঁর পিতার কাছে গিয়েছিলেন, এবং তোমরা আমাকে আর দেখবে না। দ্বিতীয় ধাপ হলো হিব্রু বর্ণমালার ত্রয়োদশ অক্ষর। গোপন ইতিহাসে তৃতীয় ধাপটি হলো বিচার, মহা হতাশা, এবং বর্ণমালার শেষ অক্ষর।

সাতটি বজ্রধ্বনির মধ্যে নিহিত গোপন ইতিহাস ‘সত্য’ শব্দের দ্বারা, প্রারম্ভিক হতাশা যা শেষের হতাশাকে চিহ্নিত করে তার দ্বারা, এবং শুরুতে ও শেষে বার্তাসহ আগত এক স্বর্গদূতের দ্বারা সাক্ষ্যপ্রাপ্ত হয়। গোপন ইতিহাস কেবল তারাই চিনতে পারবে, যারা সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত বাইবেল অধ্যয়নের নিয়মাবলি গ্রহণ করেছে। আরম্ভে মিলারের নিয়মাবলি এবং শেষে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক চাবিকাঠি।

সাত বজ্রধ্বনির ইতিহাস সম্পর্কে আমরা যেমন সদ্য উপস্থাপন করেছি, সেখানে এমন একটি গুরুত্ব আছে যা বারবার উচ্চারিত ও মনে রাখা উচিত। প্রত্যেক সংস্কাররেখায় প্রথম হতাশা আসে পূর্বে প্রতিষ্ঠিত সত্যকে উপেক্ষা করা থেকে। মোশি তাঁর পুত্রকে খৎনা করাতে ভুলে গিয়েছিলেন, যদিও সেটিই ছিল সেই চুক্তির প্রতীক, যা আব্রাহামের ভবিষ্যদ্বাণী নির্দেশ করছিল। উজ্জা ভুলে গিয়েছিল যে কেবল যাজকবর্গই সিন্দুককে স্পর্শ করতে পারে। লাজারের কাহিনিতে মরিয়ম ও এলিজাবেথ সাক্ষ্য দেন যে তারা পূর্বেই খ্রিস্টের পুনরুত্থানের শক্তি সম্পর্কে জানতেন। ১৮৪৩ সালের চার্ট প্রস্তুত হলে নেতারা (সহকর্মীদের চাপ প্রয়োগ করে) ফাদার মিলারকে ১৮৪৩ সাল সম্পর্কে তিনি যা সবসময় বলছিলেন তা উপেক্ষা করতে চাপ দেন। তারা নাছোড়বান্দা হয়ে বলেন যে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাক্ষ্য—যেখানে ১৮৪৩ সালের তারিখ পর্যন্ত কিছুটা নমনীয়তার অবকাশ রাখা ছিল—তা বদলে তাদের এই দাবির সঙ্গে তাল মেলান যে তেইশশো দিনের ভবিষ্যদ্বাণী ১৮৪৩ সালেই পূর্ণ হবে। মিলারের সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায় যে আন্দোলনের অন্যান্য নেতাদের আনীত সেই সহকর্মীচাপ তাঁকে ভবিষ্যদ্বাণী পূরণের তারিখ সম্পর্কে তাঁর অস্পষ্ট নির্ধারণ ত্যাগ করে সরাসরি ঘোষণা করতে প্ররোচিত করেছিল যে তা ১৮৪৩ সালেই পূর্ণ হবে।

Future for America-এর সাথে, আমরা জানতাম যে আর কখনো 'সময়ের ওপর ঝুলিয়ে দেওয়া' কোনো বার্তা থাকবে না। আন্দোলনের ইতিহাস জুড়ে Future for America সেই সত্যটি বারবার শিক্ষা দিয়েছিল। প্রথম হতাশা সর্বদাই একটি প্রতিষ্ঠিত পরীক্ষাসূচক সত্যকে উপেক্ষা করার ওপর ভিত্তি করে থাকে। এটি সত্যের প্রতি পাপপূর্ণ এক উপেক্ষা ছিল, কিন্তু আরও তাৎপর্যপূর্ণভাবে এটি ছিল উইলিয়াম মিলারের প্রধান নিয়মের প্রতি পাপপূর্ণ এক উপেক্ষা, যা স্পষ্টভাবে ১৮৪৪ সালে সমাপ্ত হওয়া হিসেবে চিহ্নিত ছিল।

> আর যে স্বর্গদূতকে আমি সমুদ্রের উপর ও পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, তিনি স্বর্গের দিকে তাঁর হাত তুললেন, এবং তিনি শপথ করলেন তাঁরই নামে, যিনি যুগে যুগে বেঁচে আছেন, যিনি স্বর্গ এবং তাতে যা কিছু আছে, এবং পৃথিবী এবং তাতে যা কিছু আছে, এবং সমুদ্র এবং তাতে যা কিছু আছে সৃষ্টি করেছেন, যে আর সময় থাকবে না। প্রকাশিত বাক্য ১০:৫, ৬।

সিস্টার হোয়াইট-এর মতে, যে স্বর্গদূত ভূমি ও সাগরের ওপর দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি ছিলেন "যিশু খ্রিস্ট ছাড়া আর কেউ নন।" ফিউচার ফর আমেরিকা যিশু খ্রিস্টের সরাসরি আদেশ উপেক্ষা করেছিল! ব্যক্তিগতভাবে, ১৮ জুলাই, ২০২০-এর আগে যাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল, তাদের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজনের সঙ্গেই আমি যোগাযোগ করেছি। ঐ

কয়েকজনের মধ্যে মাত্র দুইজনের সঙ্গে—এবং সেই দুজনের একজন এখন যিশুতে নিদ্রামগ্ন—আমি ১৮ জুলাই, ২০২০-এর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ঈশ্বরের বাক্য থেকে যা আসছিল তা নিয়ে অধ্যয়ন করছি এবং পরীক্ষা করছি। কিন্তু মিলারাইট ইতিহাসের ভিত্তিতে—যার শুরুতে তারা ছিল, আর যার শেষে আমরা—আমি নিশ্চিত যে তখন আন্দোলনে যারা ছিলেন, তাদের মধ্যে এখনো এমন লোক আছেন, যারা এমন ভবিষ্যদ্বাণীর প্রয়োগ তৈরি করে চলেছেন, যা "সময়ের উপর ঝুলানো"। সূর্যের নীচে নতুন কিছু নেই।

সময় এতটাই অল্প যে ওই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উত্তেজনা নিয়ে আর এগিয়ে যাওয়া যায় না, কিন্তু প্রত্যেকে যেন নিজের মনে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যয়ী থাকে। আর যারা সময় নিয়ে এখনও খেলা করছে, সেই পক্ষের অবস্থান নেয় এমন প্রত্যেকজন জেনে রাখুক যে ফিউচার ফর আমেরিকা ওই সব প্রয়োগকে প্রত্যাখ্যান করে, কারণ সেগুলো শয়তানি ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

সাতটি বজ্রধ্বনি গঠনকারী চারটি পথচিহ্নের মধ্যে নিহিত লুকানো ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রেখাটিই এখন যিহূদা গোত্রের সিংহ উন্মোচিত করছেন। এই প্রবন্ধটি কেবলমাত্র আমরা ‘সত্য’ হিসেবে অনূদিত হিব্রু শব্দ “’ĕmeṯ” সম্পর্কে যা বলেছি তারই একটি পর্যালোচনা। এটি আমাদের পূর্বে উপস্থাপন করা সবকিছুকে স্পর্শ করেনি, তবে এই পর্যালোচনার উদ্দেশ্য হলো দেখানো যে যোহন ষোড়শ অধ্যায়, অষ্টম পদ সম্পূর্ণভাবে সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মডেলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা আমরা সাতটি বজ্রধ্বনির অন্তর্গত লুকানো অন্তর্নিহিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রেখার জন্য প্রস্তাব করছি।

পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা যেটি তুলে ধরব, সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে এখনও আরও একটু পর্যালোচনা প্রয়োজন।

> এই বইয়ের ভাববাণীর কথা সিলমোহর করে বন্ধ কোরো না, কারণ সময় নিকটে এসেছে। যে অন্যায়কারী, সে যেন অন্যায়কারীই থাকুক; আর যে অপবিত্র, সে যেন অপবিত্রই থাকুক; আর যে ধার্মিক, সে যেন ধার্মিকই থাকুক; আর যে পবিত্র, সে যেন পবিত্রই থাকুক। আর দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি; এবং প্রত্যেককে তার কর্ম অনুসারে দেওয়ার জন্য আমার পারিতোষিক আমার সঙ্গে আছে। আমি আলফা ও ওমেগা, আদি ও অন্ত, প্রথম ও শেষ। প্রকাশিত বাক্য ২২:১০-১৩।